জীবন যেখানে যেমন - ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ

আল নোমান শামিম

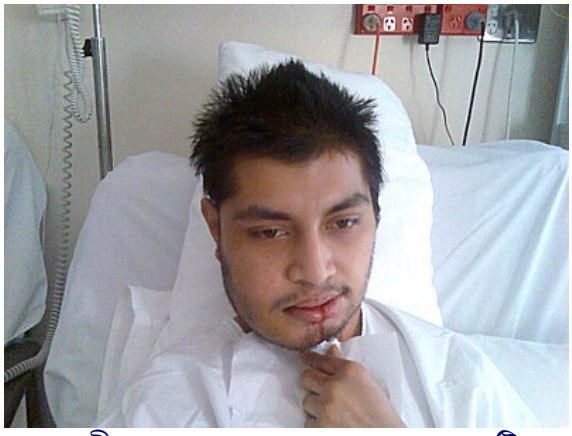

দীপায়ন চৌধুরী এখন সিডনির প্রিন্স অফ ওয়েলস হাসপাতালে ভয়াবহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মুত্যুর সাথে লড়ছে। জীবন মরন এ লড়াইয়ে তাকে জয়ী হতেই হবে। বাংলাদেশের নাটোরের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে দীপায়নের জন্ম। বাবা প্রদীপ চৌধুরী পেশাগত ভাবে ছিলেন একজন প্রকৌশলী। বাবা-মার দু'সন্তানের মধ্যে দীপায়ন বড়। তার আরো একটি ছোট বোন আছে। বাবা দু'বছর হলো পরোলোগামী হয়েছেন। মা ও ছোট বোনের অনেক আশা পূরনের স্বপ্ন নিয়ে দীপায়ন সিডনিতে এসেছিলো। সিডনির গ্লোবাল কলেজের ডিপ্লোমা ইন হসপিটালিটির ছাত্র দীপায়ন অধ্যয়নরত অবস্থায়ই আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে।

চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। যথারীথি গত ২১শে মে ২০০৭ তারিখে তার মুখে অস্ত্রোপাচার করা হয়। অস্ত্রপাচার সফল হলেও এখনো বিপদমুক্তের আশ্বাস দিতে পারছেন না বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সবাই অক্লান্ত সেবা করে আপ্রান চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য। তরুন ছাত্র দীপায়ন বাচতে চায়। সে তার সোনালী দিনগুলো থেকে এত শীঘ্রই বিদায় নিতে চায় না।

দীপায়নের খবর জানতে পারি বাঙালী সমাজের অতি পরিচিত খালেদা কায়সারের কাছ থেকে। দীপায়নের সাথে কথা বলতেই সে জানালো যে একজন বাঙালী আন্টি নিয়মিত এসে তার খোজ খবর নিয়ে যাচ্ছেন। মিসেস খালেদা কায়সার এর সাথে কথা বলে জানতে পারি যে তিনি নিজ থেকে সাধ্যমত তার খোজখবর নিচ্ছেন এবং দীপায়নের ছোট খাট ইচ্ছেগুলো পূরনের চেষ্টা করছেন। তিনি জানান যে এখন দীপায়নের প্রয়োজন মানসিক শক্তি। বিদেশ বিভূইয়ে পাশে মা নেই, বাবা নেই, নেই কোন নিকট জন। প্রবাসী বাঙালীদেরই এখন তার পাশে দাঁড়াতে হবে মা বাবা ভাই বোন হিসেবে। যোগাতে হবে মনোবল। দীপায়নের চিকিৎসার আপাততঃ কোন ঘাটতি হচ্ছে না কারন তার চিকিৎসার ব্যয়ভার মেডিব্যাংক বহন করছে। এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না তবে ভবিষ্যতে হয়তো মেডিব্যাংক প্রিমিয়াম এর অর্থ যোগানের প্রয়োজন হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে মিসেস খালেদা ও তার পরিবার এর পূর্বেও সিডনিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত এক বাঙালী ছাত্র তানভিরের সেবায় নিজেকে নিয়োজতি করেছিলেন। তখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সিডনির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও গঠিত হয়েছিল এক বিশেষ তহবিল। বিশেষ করে তানভিরকে নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে এক বিশেষ ভুমিকা রাখে সিডনির ওয়েব সাইট বাসভুমি.কম এবং এ ছাড়াও তানভিরের পাশে দাড়িয়ে দুরুহ কাজটিকে সফল করায় ওয়েবসাইট, বাংলা-সিডনি.কম, সিডনিবাসী, অজবাংলা এবং পত্রিকা সোনার বাংলা, স্বদেশ বার্তার সহযোগিতা স্মরন করার মত। তিনি আরো উল্লেখ করেন তানভিরের পাশে তখন নিঃস্বার্থ সেবার হাত যারা বাড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে মিসেস ইয়াসমিন হাসান হেনা, রোজী আখতার, সোনার বাংলা সম্পাদক পি.এস.চুন্নু, এ.কে.এম.শামসুজ্জামান, মিজানুর রহমান তরুন এবং গামা কাদির অন্যতম। সিডনির প্রচুর বাঙালী তৎসময়ে তানভিরের তহবিলে দান করেছিলেন।

দীপায়নের ব্যাপারে সিডনির প্রচুর সংগঠনের মধ্যে যে কোন একটি সংগঠনকে বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানাচ্ছি। সিডনির সমাজকল্যান মূলক সংগঠনগুলোর একসাথে বসে চিন্তা করা দরকার যে এ দেশে লেখাপড়া করতে এসে আমাদের বাঙালী সন্তানরা রোগ-ব্যাধীতে আক্রান্ত হলে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একটি স্থায়ী তহবিল বা সংগঠন করার প্রয়োজন। সকল রাজনৈতিক মতের উর্দ্ধে এসে এ কাজে সবার এগিয়ে আসা উচিত।

মুক্তমঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা আহ্বান করছি সকল দ্বিধা দ্বন্দ ভুলে আসুন আমরা দীপায়নের মত মেধাবী ছেলেদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বাব মা ভাই বোনের কাজটি করি। মানবতাকে প্রাধান্য দেই। দীপায়নের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন: মুক্তমঞ্চ 0404 340 404, noman_bd@yahoo.com

আল নোমান শামিমঃ সম্পাদক মুক্তমঞ্চ (সিডনি থেকে প্রকাশিত মাসিক বাংলা পত্রিকা)